দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

03

প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকার শীঘ্রই প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করতে যাচ্ছে। জেলা পরিষদ কিংবা থানা উন্নয়ন পরিষদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হতে পারে। এ বিষয় আলোচনা চলছে। শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পর মহাপরিচালকের দফতর হবে নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ এবং সমন্বয় কেন্দ্র। টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টের ভিত্তিতে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এম মোকাম্মেল হক ছিলেন ১৭ সদস্যের টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান। টাস্ক ফোর্স ব্যবস্থাপনা সহ মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছে।

সরকার ইতোমধ্যে আর কোন প্রাথমিক স্কুল সরকারী না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বেসরকারী স্কুলের রেজিস্ট্রেশন ও উন্নয়ন কাজ চলছে। এ বছর আড়াই হাজার স্কুলে-রেজিস্ট্রেশন দেয়ার কথা। ইতোমধ্যে এক হাজার হয়েছে বাকি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১০ হাজার দরখাস্ত থেকে বাছাই কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, সরকার রেজিস্ট্রেশন পাওয়া প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলে ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ করে দিচ্ছে। সব স্কুলে চার শিক্ষকের প্রত্যেককে দেয়া হচ্ছে পাঁচশ করে টাকা।

দেশে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭ শ' ৫২। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বেসরকারী ৮ হাজার ৮শ' ৩০ এবং রেজিষ্টার্ড বহির্ভূত ১২ হাজারের মত স্কুল রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

১৯৭৩ সালের আগে সব প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থাপনা ছিল বেসরকারী পর্যায়ে। বেতন দিত জেলা পরিষদ। ৭৩-এ প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকও 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যবস্থা সফল ও স্কুল ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলেছে।

রিপোর্টে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, উপস্থিত শিক্ষকদের কাজে গাফিলতি; দেড় ঘন্টার মত কাজ করা, তাদের অদক্ষতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, পড়াশুনার নিম্নমান, পরিদর্শন ও তদারকি দুর্বলতার বিপর্যয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার পরিদর্শন ও তদারকির বিষয় জোরদার করেছে। আগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা কালেভদ্রে স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। এখন সচিব নিজে প্রায়শ আকস্মিকভাবে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনের বিষয় নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। পরিদর্শকদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে এ বিষয়কে শর্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার ফলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে। ছয় বছর বয়সী ভর্তি যোগ্য ৪৮ লাখ ৬১ হাজার ৩৯ শিশুর মধ্যে ইতোমধ্যে ভর্তি হয়েছে ৪২ লাখ ১৩ হাজার ২ শ' ৪৮। জনগণকে সামগ্রিকভাবে সম্পৃক্ত করে জবাবদিহিতার সঠিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান বাড়ানো সম্ভব বলে টাস্ক ফোর্স মনে করে।

১৫৬টি সরকারী কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়, ১৯ মার্চ।–চলতি বছর থেকে দেশের ১শ' ৫৬টি সরকারী কলেজে কম্পিউটার প্রযুক্তি চালু করা হচ্ছে। এ জন্য দেশের ৮০টি ডিগ্রী ও ৭৬টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অর্থনীতি ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকদের ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চলতি মাস থেকে বগুড়ায় জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একডেমিতে (নটামস) প্রশিক্ষণ শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে ৩শ ১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

কলেজে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্ব বিবেচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধি দফতর কম্পিউটার প্রযুক্তি চালুর প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফল করতে নটামসের ৩০টি কম্পিউটার ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণ দেবেন ৮ জন প্রশিক্ষক।

শিক্ষা অফিসারের নেই

পঞ্চগড় জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৩টি থানাতেই থানা শিক্ষা অফিসার ও ৬টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। বোদা, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া থানায় শিক্ষা অফিসার নেই। ফলে, প্রশাসনিক ও তদারকি কাজকর্মসহ সরকারের গৃহীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।